Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদা সুলতানা

রোলঃ 216021576

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদা সুলতানা

রোলঃ 216021576

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **"মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা"** বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাহিদা সুলতানা, আইডিঃ 216021576 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"মুমিনের জীবনে কুরআনের ভূমিকা"** শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

nahida

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

নাহিদা সুলতানা

আইডিঃ 216021576

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের অধিপতি মহান আল্লাহর। অজস্র সালাত ও অফুরান সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহম্মদ (সঃ) এর ওপর যা উপর নাজিল হয়েছে শ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনুল কারীম। আল্লাহ তাঁকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছিলেন একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা হিসেবে।

হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ যখন দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন বলেছিলেনঃ

"তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, তবে সেখানে যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন বিধান সম্পর্কিত) কোনো হেদায়াত আসে তাহলে যে আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তাদের কোন ভয় নেই, তাদের কোন প্রকার উৎকণ্ঠিতও হতে হবেনা।" (সুরা বাকারা, আয়াত: ৩৮)

কুরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর রসুল (সঃ) এর কাছে পাঠানো বানীসমুহের এক অপুর্ব সমাহার, যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সর্তক করার এবং সঠিক পথ নির্দেশনার সকল উপকরণ দান করেছেন। একজন ব্যক্তির পবিত্রতা থেকে শুরু করে তার ব্যক্তিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন অপরিহার্য বিষয় সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে এই সুস্পষ্ট কিতাবে। আলোচনা হয়েছে উপার্জন নিয়ে, ব্যয়ের উপায় নিয়ে, লেনদেনের ধরন নিয়ে। সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নবীজিকে মহান মালিক যেসব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির মুক্তির উসিলা হিসেবে চিরধার্য থাকবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, **"হে মানুষ, তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি নাযিল করেছি।" (সুরা নিসা, আয়াত: ১৭৪)**

মহান আল্লাহ আরও বলেন, **"হে মানুষ তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে নসীহত বিশিষ্ট কিতাব এসেছে, এটা মানুষের অন্তরে যেসব ব্যাধি রয়েছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭)**

এছাড়াও তিনি অনত্র বলেছেন, **"এই কিতাবে আমি কোনো কিছু বাদ দেইনি।" (সূরা আনয়াম, আয়াত: ৩৮)**

হেদায়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে আশা এক অপূর্ব নেয়ামত। আর এই হিদায়াত পাওয়ার পর তাকে ধরে রেখে সঠিক পথে পা চলা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। সঠিক ও সুদৃঢ় বিশ্বাস আর যথাযথ অনুপ্রেরণা কঠিন এই কাজকে হাতের নাগালে এনে দিতে পারে। আর এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ঐশীবাণী সম্বলিত কিতাব আল কোরআন ও হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর সিরাত মুমিনের পাথেয় হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, **"নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত-১১১)**

মুমিনগণ এই কোরআন যেমন শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করে তেমনি এর আদেশ-নিষেধগুলোকে অনুধাবন করে নিজের ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োগ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। মুমিনের কাছে এই কোরআন নিছক কোন ব্যক্তিগত পুস্তক নয় বরং একটি সামাজিক অভ্যাসের পাথেয়। কুরআন শেখা, পাঠ করা এবং বোঝার মাধ্যমে প্রত্যেক মুমিন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে ইসলামের বিধিনিষেধ মেনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালীন

চিরস্থায়ী জীবনে কঠিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত হাসিল করা তা বুজতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। মুমিনের জীবনে কুরআন কিভাবে ভূমিকা পালন করে তা এই অভিসন্দর্ভ এ আলোচনা করা হয়েছে।

মুমিনের পরিচয়

ঈমানদার ব্যক্তিকে মুমিন বলা হয়। ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- ঈমান এবং গায়ব। ঈমান হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অর্থাৎ অন্তর ও জবানের স্বীকারোক্তি এবং কর্মকে ঈমান বলা হয়।

গায়ব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সব বস্তু যা বহ্যিকভাবে মানবকূলেব জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে গায়ব শব্দ দ্বারা ঐ সকল বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ স্বীয় বুদ্ধি বলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার সংবাদ দিয়েছেন যেমন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সত্বা, সিফাত বা গুনাবলী এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, কিয়ামত এবং তা সংগঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকূল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের (আঃ) বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

ঈমান, ইয়াকিন, ইখলাস, তাকওয়া, তাজকিয়া ও ইহসান অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ মুমিন হয়। কোরআনের শুরুতেই বিবৃত হয়েছে, **“আলিফ লাম মিম! এই সেই মহাগ্রন্থ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। আর যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপনার পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিও, আর তারা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরা এদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের ওপর রয়েছে, আর এরাই সফলকাম।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১-৫)**

আল্লাহতায়ালা বলেন, **“মুমিনরা সফল হয়েছে। যারা তাদের নামাজে মনোযোগী। যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে। যারা জাকাত আদায়কারী। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী। নিজেদের স্ত্রী ও যেসব দাসী তাদের মালিকানাধীন তারা ছাড়া, কেননা, তারা নিন্দিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।” (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১-৬)**

একই সুরায় আল্লাহতায়ালা বলেন, **“আর যারা নিজেদের আমানত ও চুক্তিসমূহ পূর্ণ করে। যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান (নিয়মিত নামাজ আদায় করে এবং অন্যকে আদায়ের উপদেশ দেয়)। তারাই উত্তরাধিকারী লাভ করবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।” (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ৮-১১)**

“আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সহিত তা উপেক্ষা করে চলে।আর যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করে না এবং যারা প্রার্থনা করে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্য থেকে চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী ও সন্তান দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন। এদের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান ,যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল । তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সম্ভাষণসহকারে। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও আবাসন হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট।” (সূরা আল ফুরকান : ৬৩-৭৬)।

তাকওয়া, পবিত্রতা, সততা, সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনযাপনই সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহতায়ালা বলেন, **“মু’মিন তো তারাই আল্লাহর কথা আলোচিত হলেই যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। তারা নামায ক্বায়িম করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি তাথেকে ব্যয় করে।” (সূরা আনফাল, আয়াত: ২-৩)**

“যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, দয়াময় তাদের প্রতি ভালবাসা দান করবেন।।” (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৯৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

“অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং যে নূর আমি নাযিল করেছি তাতে। আর আল্লাহ্। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।” (সূরা তাগাবুন, ৬৪:৮)

ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে:

“হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল।” (সূরা নিসা, ৪: ১৩৬)

ইসলামী পরিভাষায়, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর নির্দেশ মেনে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তাকে মুমিন বলে।

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

“প্রকৃত মুমিন তারা’ই যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনা‘র প‘র আর সন্দেহে পড়ে‘না এবং নিজেদে‘র মাল ও জান দিয়ে মহান আল্লাহর পথে জেহাদ করে, এরাই সত্যবাদী।” (সুরা হুজরাত : আয়াত: ১৫)”

মানুষ কীভাবে প্রকৃত মুমিন হবে সে সম্পর্কে ও আল্লাহ তাআলা কুরআনে পাকে বলেন -

“প্রকৃত মুমিন তারাই যখন তাদের কাছে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তখন তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের কাছে তাঁর (আল্লাহর কুরআনের) আয়াত: পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের প্রভুর ওপরই ভরসা করে। তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমার দেয়া রুজি হতে (আল্লাহর পথে) খরচ করে। তারাই হলো সত্যিকারের মুমিন।” (সুরা আনফাল: আয়াত: ২-৪)

মুসলিমের ও মুমিনের পার্থক্য-

ইসলাম ধর্মকে নিজ ধর্ম বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করে নেওয়া এমন ব্যক্তিকে মুসলিম বলে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মহান আল্লাহর সকল বিধিবিধান মেনে চলে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করে, সেই ব্যক্তিই হবে মুমিন। তাই বলা যায়, সকল মুমিন ব্যক্তি মুসলিম, কিন্তু সকল মুসলিম ব্যক্তি মুমিন নয়।

কুরআনে মুমিন ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে বেশ কয়েকটি আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য আয়াত হল:

- **"মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনে এবং সন্দেহ পোষণ না করে, আল্লাহর পথে তাদের জান ও সম্পদ ব্যয় করে। তারাই সত্যিকারের মুমিন।" (সূরা আল-হজ, আয়াত ২)**
- **"মুমিন তারাই, যারা আল্লাহর সাথে তাঁর রাসুলের সাথে যে আহ্বান নাজিল করেছে তাতে বিশ্বাস করে। অতঃপর তারা তাদের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে, তাদের মৃত্যু পর্যন্ত।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭০)**
- **"মুমিন তারাই, যারা আল্লাহর সাথে তাঁর রাসুলের সাথে যে আহ্বান নাজিল হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, অতঃপর তারা তাদের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে, তাদের মৃত্যু পর্যন্ত। তারাই আল্লাহর পথে সত্যিকারের অনুসারী।" (সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১৪)**
- **"বেদুঈনরা বলল, আমরা ঈমান আনলাম। (হে নবী! তুমি) বল, তোমরা ঈমান আননি। বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। কারণ এখনও পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৪)**

- **“হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২)**

এখানে তিনটি বিষয় এসেছে, মুমিন, মুত্তাকী ও মুসলিম। প্রথম দু’টি হৃদয়ে বিশ্বাসগত কমবেশীর সাথে সম্পর্কিত এবং শেষেরটি বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কিত। যা অবশ্যই কঠিন। আলোচ্য আয়াতে হৃদয়ের বিশ্বাসকে আল্লাহভীতি ও যথাযথভাবে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যদি ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় একই বাক্যে আসে, তাহ’লে ‘ইসলাম’ অর্থ হবে প্রকাশ্য আমল। আর ‘ঈমান’ অর্থ হবে আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস।

মুমিনের চারিত্রিক মাহাত্ম্য

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

“যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। তবে যে ব্যাক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (কেবল সে ব্যতীত)।” (সূরা শুয়ারা : আয়াত: ৮৮-৮৯)

বস্তুত সুস্থ মনের বহিঃপ্রকাশই উত্তম চরিত্র। এই উত্তম চরিত্রই মানব চরিত্রের প্রতিটি বাঁকে ঈমানি আভার বিকিরণ করে। ফলে মানুষের চরিত্র হয়ে উঠে শরিয়ত নির্ভর ও যাবতীয় সৌন্দর্যের প্রতিভূ। সচ্চরিত্র নামের সজীব বৃক্ষের কোমল পরশে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র হয়ে উঠে সুন্দর ও সুশভিত। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা’য়ালা আদর্শ মানুষের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। আচার আচরণ এবং কথাবার্তায় একজন মুমিন কেমন হবে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

- “আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলুন, নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে।” (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৫৩)
- “রহমান' এর বান্দা তারাই ও যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলেঃ 'সালাম'। এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে।এবং তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে ওটা কত নিকৃষ্ট! আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়। এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকে না; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।” (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৩-৬৮)
- “শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে'ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সে'ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।” (সূরা শামস, আয়াত: ৭-১০)
- “তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক।” (সূরা নিসা, আয়াত: ৩৬)
- “দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।” (সূরা হুমাযাহ্, আয়াত: ১)
- “পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।” (সূরা কলম, আয়াত: ১১)

- **“হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা; ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরণের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করনা এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করনা। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে চায়? বস্তুতঃ তোমরাতো এটাকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।” (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১১-১২)**

একজন পরিপূর্ণ মুমিনের পরিচয় হলো, উত্তম চরিত্রের অধিকারি হওয়া। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর শুভাগমন হয়েছে উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য । মহানবী (স.) ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারি, তিনি মুমিনের একমাত্র অনুসরণীয়। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

- **“বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ চরিত্র- এমন ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনকে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।” (সূরা আহযাব, আয়াত: ২১)**
- **“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” (সুরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)**
- **“যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো।” (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৫৯)**
- **“নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারি।” (সুরা আল-কলম, আয়াত: ৪)**

- **“সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় কিতাব কুরআন মাজীদকে মানুষের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং মানবজীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, (হে নবী) আমি সকল বিষয়ে ব্যাখ্যা করে আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি।” (সূরা নাহল, আয়াত: ৮৯)**

তাকওয়া: মুমিনের এক মহিমান্বিত গুণ

তাকওয়া মুমিনের একটি অপরিহার্য গুণ। আলি (রা:) বলেন, “তাকওয়া হল চারটি গুণের সমন্বয়-

১। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা,

২। ওহির আদেশ-নিষেধ মেনে চলা,

৩। অল্পে তুষ্ট থাকা এবং

৪। বিচার-দিবসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।” (সালিহ শামী; সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ, ১/৪২১)

আবুদ দারদা বলেছেন, **“পরিপূর্ণ তাকওয়া হলো আল্লাহকে এই পরিমাণ ভয় করা যে, সরিষা দানা পরিমাণ গুনাহ থেকে তো বাঁচবেই, সন্দেহজনক হালাল বিষয় থেকেও বিরত থাকবে।”** অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলা- এরই নাম তাকওয়া। কুরআনে কারীমের প্রায় ২৭ স্থানে তাকওয়া অবলম্বনকারী মুত্তাকীদের জন্য সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে।

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে,

- **“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকের উচিত আগামীকালের জন্য (অর্থাৎ পরকালের জন্য) সে কি পাঠিয়েছে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ**

তায়ালাকে ভয় করতে থাকো। তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা সেই বিষয়ে খবর রাখেন (সূরা আল হাশর, আয়াত: ১৮)

- **“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।” (সূরা আল নূর, আয়াত: ৫২)**
- **“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১১৯)**
- **“আর তোমরা নিজেদের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আর তোমরা আমাকে ভয় করো, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা।” (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত:১৯৭)**
- **“আর আল্লাহ তাকওয়াবান ব্যক্তিদের বন্ধু।” (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত: ১৯)**
- **“তাকওয়াবানদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।” (সূরা তাওবা, আয়াত: ৪)**
- **“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে সেভাবেই ভয় করো, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা (পরিপূর্ণ) মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১০২)**

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু মাসউদ বলেন, “এর অর্থ তাঁকে মান্য করা, তাঁর অবাধ্যতা না করা, তাঁকে স্মরণ করা, ভুলে না যাওয়া, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া।” (তাফসীরু ইবনি কাসীর, ২/৭৪)

একজন মুমিন জানে কেবল ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতায় কোনো মূল্য নেই, যদি সেখানে তাকওয়া না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

- **“আল্লাহর কাছে তাদের (কুরবানির) গোশত ও রক্ত পৌঁছে না, শুধু তাকওয়া পৌঁছে।” (সুরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩৭)**
- **“নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করেন।” (সুরা আল-মায়িদা, আয়াত: ২৭)**

- **“আর যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে; তার বাসস্থান জান্নাত।” (সুরা আন-নাযিয়াত, আয়াত: ৪০-৪১)**
- **“নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।” (সুরা আল- হুজুরাত, আয়াত: ১৩)**

উপরিউক্ত আয়াত সমূহ একজন মুমিনকে তাকওয়া অবলম্বন করে ইহজগতে শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে অনুপ্রাণিত করে এবং কোনো ধরনের হারাম বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে ভূমিকা রাখে।

আত্মশুদ্ধি

নফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া মানুষের ঈমান কখনো বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক দুইটি দিক রয়েছে। মানুষের আভ্যন্তরীণ তথা আত্মিক দিকের পরিশুদ্ধিকেই কোরআনের ভাষায় বলা হয় তাযকিয়াতুন নফস। একজন মুমিন তার নফসকে পবিত্রকরণ ও মনের কুলুষ দূরীকরনের মাধ্যমে নিজের আবেগ অনুভূতিকে আল্লাহ তাআলার সুন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিয়োজিত করে যা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় জিহাদ। আত্মাকে পুতঃপবিত্র রাখতে হলে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সকল প্রকার পাপ কাজ থেকে নিজকে পবিত্র রাখতে হয় যা একজন মুমিন কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

- **“যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফলকাম হয়েছে।” (সুরা আল-আলা, আয়াত: ১৪)**
- **‘সফল হলো তারা যারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করল, আর ব্যর্থ হলো তারা যারা নিজেকে কলুষিত করল।’ (সুরা শামস, আয়াত: ৯-১০)**

- **“কখনো নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়েছে।” (সুরা আল-মুতাফফিফিন, আয়াত: ১৪)**
- **“(হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সদাকাহ্ গ্রহণ করবে যাতে তা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পার।” (আত তাওবাহ্, আয়াত:১০৩)**
- **“যেমন (তোমরা আমার একটি অনুগ্রহ লাভ করেছ যে) আমি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতগুলো তোমাদেরকে পড়ে শুনায়, তোমাদেরকে শুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান (সুন্নাত) শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেয় যা তোমরা জানতে না।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫১)**
- **“আর যারা তাঁর কাছে আসবে মুমিন অবস্থায়, অবশ্যই সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটা হল তাদের পুরষ্কার যারা পরিশুদ্ধ হয়।” (সুরা ত্বহা, আয়াত: ৭৫-৭৬)**
- **“তোমরা অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনীয়ই হোক।” (সুরা আনআম, আয়াত: ৫৯)**
- **তুমি বল: “আমার রব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন।” (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৩৩)**

সকল প্রকার আধ্যাত্মিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভের প্রধান অবলম্বন পবিত্র কোরআন। আল্লাহ বলেন,

- **“আমি কোরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করেছি, যা মুমিনদের জন্য সুচিকিৎসা ও অনুগ্রহস্বরূপ।” (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৮২)**

- **“বলুন, কোরআন মুমিনদের জন্য সুপথ ও আরোগ্যস্বরূপ।” (সুরা হা-মিম-সাজদা, আয়াত: ৪৪)**

মানুষর কাজের কারণে আত্মা কলুষিত হয়ে পড়ে। তাই আত্মশুদ্ধির প্রধান ও প্রথম কাজ হলো পাপ কাজ ত্যাগ করা। খারাপ চিন্তা ও অভ্যাস বর্জন করা। সর্বদা সৎচিন্তা ও সৎকর্মে চরিত্র গড়ে তোলার দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়। আত্মশুদ্ধির অপর একটি মাধ্যম হলো যিকির। অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে আত্মা জীবিত থাকে। আল্লাহ তায়ালাকে অধিক স্মরণের মাধ্যমে অন্তরের কালিমা দূর করা যায়। জিকির সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন-

- **“নিশ্চয়, আল্লাহর জিকিরেই আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।” (সূরা রা'আদ: আয়াত-২৮)**
- **“সুতরাং (প্রার্থনা, প্রশংসা ইত্যাদির মাধ্যমে) তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।” (সূরা বাক্বারা: আয়াত-৫২)**
- **“এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রেখেছেন।” (সূরা আল আহযাব: আয়াত-৩৫)**
- **“হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি করে আল্লাহর জিকির কর এবং সকাল-বিকাল (ফজরের সময় ও আসরের সময়) তাঁর তসবীহ বা প্রশংসা পাঠ কর।” (সূরা আল আহযাব: আয়াত-৪১-৪২)**
- **“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির হতে অমনোযোগী করে না দেয়।” (সূরা আল মুনাফিকূন: আয়াত-৯)**
- **“এবং যখন তুমি ভুলে যাও তখন তুমি তোমার প্রভুকে স্মরণ করবে।” (সূরা আল কাহাফ: আয়াত-২৪)**

- **“এবং যখন তুমি ঘুম থেকে উঠ তখন তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে এবং তারকা অস্তগমনের পরেও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।” (সূরা আত্ তূর: আয়াত-৪৮-৪৯)**
- **“হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কোন শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা কর তখন বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরা আনফাল: আয়াত-৪৫)**

এ ছাড়া তাওবা, ইস্তিগফার, তাওয়াক্কুল, ইখলাস, সবর, শোকর, কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত ইত্যাদির মাধ্যমেও একজন মুমিন আত্মশুদ্ধি অর্জন করে।

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা মুমিনের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। একজন মুমিন জানে সত্যবাদিতা শুধু জবানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং হৃদয়ের পবিত্রতা ও কর্মের স্বচ্ছতাও এর অন্তর্ভুক্ত। অন্তরের সততা হলো, একে কপটতা, ছলনা, প্রতারণা, ধোঁকা ও দ্বিমুখী মানসিকতা থেকে পবিত্র রাখা। আর কর্মের সত্যতা হলো, কথা ও কাজে মিল থাকা; কর্মস্থলে ফাঁকিবাজি না করা; নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা; হালাল পন্থায় উপার্জন এবং সৎকাজে ব্যয় করা। এ কাঙ্ক্ষিত গুণ যাদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, কোরআন মাজিদের পরিভাষায় তাদের প্রকৃত সত্যবাদী বলা হয়। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

- **“তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, আখিরাত, মালাইকা/ফেরেশতা, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সে তা আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ব্যয় করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে এবং যারা**

অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৭)।

- **"মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অন্তরে স্বীকার করেছে, অতঃপর কোনো রকম সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়নি এবং আল্লাহর পথে নিজের জানমালের দ্বারা পুরোপুরি চেষ্টা-প্রয়াস চালিয়েছে। শুধু তারাই হলো সত্যিকারের সত্যবাদী।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৫)**
- **"এবং তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করনা এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ৪২)**
- **"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদিদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১১৯)**
- **"মিথ্যাবাদিদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬১**
- **"সত্য সমাগত, মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত, নিশ্চয়ই যা অসভ্য-ভ্রান্ত, তার ধ্বংস অবধারিত।" (সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১)**
- **আল্লাহ বলবেন, "এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি এবং তারাও তাঁর প্রতি খুশি; এটা মহাসফলতা।" (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ১১৯)**

মিতব্যয়িতা

প্রয়োজনে ব্যয় করা, কাজ-কর্মে পরিমিতিবোধ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকেই মিতব্যয়িতা বলা হয় যা একজন মুমিন কুরআন থেকে শিখে। যেমন সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। অপরদিকে কার্পণ্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পথে বসবে; পরিবার-পরিজনকে পথে বসাবে, এমন বিবেকহীন দান ইসলাম সম্মতও নয়।

ইসলামের শিক্ষা হলো কোনো ব্যক্তিই কারও ওপর বোঝা হয়ে বসবে না। বরং নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলবে। মহান আল্লাহ বলেন,

- **“আপনি আপনার হাত আপনার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রাখবেন না। আবার তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তা হলে আপনি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বেন।” (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৯)**
- **“ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।" (মুসনাদে আহমাদ)**
- **“যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না। বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থায়।” (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৭)**
- **“কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে-তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পথ। যখন সে ধ্বংস হবে তখন তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।” (সূরা আল-লাইল, আয়াত: ৮-১১)**
- **“আর দাও আত্মীয়-স্বজনকে তার হক এবং মিস্কীন ও পর্যটককেও আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না। নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।” (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৭-২৮)**

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা শুধু তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ভোগের জন্যই সম্পদ দান করেন না। প্রয়োজন পূরণের পর অসহায় আত্মীয়, অভাবি প্রতিবেশি ও নিঃস্ব মানুষের প্রতিও তার দায়িত্ব রয়েছে। একজন কুরআনে জ্ঞান থাকা ব্যাক্তি এ কর্তব্য উপেক্ষা করে সঞ্চয় করে যেমন অন্যায় করে না তেমনি এতে অবহেলা করে অপচয় ও করে না।

মুমিনের আমানতদারিতা

একজন মুমিন সব সময় অন্যের উপকারের চেষ্টা করে এবং ক্ষতিসাধন থেকে দূরে কারণ যারা মানুষের উপকার করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। কখনও অন্যায়ভাবে অন্যের মাল গ্রহণ করে না এবং অন্যের ক্ষতিসাধন ও হক নষ্টের চেষ্টাও করে না কেননা মহান আল্লাহ এই বিষয়ে কুরআনে বিভিন্নভাবে ও নানা আঙ্গিকে সতর্কবাণী উচ্চারন করেছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

- **"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের কাছে পেশ করো না।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৮)**
- **"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮)**
- **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় বৈধ এবং নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনো না কিংবা তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাময়।" (সূরা নিসা, আয়াত: ২৯)**
- **"আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে, অচিরেই আমি তাকে জ্বালাব জাহান্নামের আগুনে আর এরূপ করা আল্লাহ্ পক্ষে সহজ।" (সূরা নিসা, আয়াত: ৩০)**
- **"(হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানত ও পাওনা তার হকদারকে আদায় করে দেবে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে; ইনসাফের সাথে বিচার করবে। আল্লাহ**

তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই না উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" -সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮)

- **"ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। আর ভালো মালকে মন্দ মাল দ্বারা পরিবর্তন করো না। তাদের (ইয়াতিমদের) সম্পদকে নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে খেয়ো না। নিশ্চয়ই তা মহাপাপ।" (সূরা নিসা, আয়াত: ২)**
- **"দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, পূর্ণমাত্রায় নেয়। আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কমিয়ে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না, তাদেরকে এক মহা দিবসে জীবিত করে ওঠানো হবে? যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।" (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত: ১-৬)**

মুমিন- আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জন্য অফুরন্ত নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন। মুমিন বান্দা আল্লাহর এই কৃতজ্ঞতা আদায় করে প্রসন্ন হৃদয়ে, বিনয়-নম্রতার সঙ্গে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তা'য়ালার অসংখ্য করুণা কীভাবে তাকে আপাদমস্তক বেষ্টন করে রেখেছে তা নিয়ে চিন্তা করে আল্লাহর আনুগত্য করে। কৃতজ্ঞতা, মধ্যম পন্থা ও অল্পে তুষ্টি একজন মুমিনের সুখ, সাফল্য ও প্রাচুর্যের চাবিকাঠি। তারা অন্তর থেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা অনুধাবন করে এবং তা মৌখিক স্বীকৃতি দেয়, কাজে-কর্মে প্রকাশ করে ও কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার প্রার্থনা জারি রাখে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

- **"হে মুমিনরা, তোমাদের আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কোরো এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭২)**

- “যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো, আমি অবশ্যই (আমার অনুগ্রহ) তোমাদের বাড়িয়ে দেব। আর যদি কৃতঘ্ন হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৭)
- “ইবরাহিম ছিল এক উম্মত, আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে।" (সূরা নাহল, আয়াত: ১২১)
- “তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেননা। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন।" (সূরা যুমার, আয়াত: ৭)
- “যদি তুমি আল্লাহ্ নি'য়ামতরাজিকে গণনা করতে চাও তবে তা তুমি কখনও গণনা করে শেষ করতে পারবে না।" (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৪)
- “তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।” (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ৭)
- “আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ হবে।" (সূরা দাহর, আয়াত: ৩)
- “হে দাউদ পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও, আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। (সূরা সাবা, আয়াত: ১৩)
- “সুতরাং (হে জ্বীন ও ইনসান জাতি!) তোমরা উভয় জাতি তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নি'য়ামতকে অস্বীকার করবে? (সূরা আর রাহমান, আয়াত: ১৩)
- “এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (আমার নিদর্শন আছে), তাহলে তোমরা কি (তা) দেখতে পাও না?" (সূরা যারিয়াত, আয়াত: ২১)
- “তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অনুধাবন করতে পারে, তবুও তা তারা অস্বীকার করে তাদের অধিকাংশই কাফের।” (সূরা আন নাহল, আয়াত: ৮৩)

- **“আল্লাহর আদেশ আসবেই, সুতরাং তোমরা এর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড় না।” (সূরা আন নাহল, আয়াত: ১)**
- **“আর তোমরা যা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নিআমত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।” (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ১৪)**
- **“হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার দেয়া সেসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সামর্থ দাও। যেসব নেয়ামত তুমি আমাকে ও আমার বাবা-মাকে দান করেছ। আর আমি যাতে তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।” (সূরা নামল, আয়াত: ১৯)**

মুমিন উপকারী জ্ঞানের অন্বেষণকারী

মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে। যে জ্ঞান মানুষের মাঝে ও তার প্রভুর মাঝে সুসম্পর্ক তৈরি করে সে জ্ঞানই হল মানবতার কল্যাণ, সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের শান্তির গ্যারান্টি। কিছু জ্ঞান আছে উপকারী ও কিছু জ্ঞান আছে অপকারী। উপকারী জ্ঞানের ফলে ঈমানদারের ঈমান বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে কাফেররা এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করে কোনরূপ উপকার লাভ করতে পারে না। যদিও অর্জিত তথ্য একই তবুও ফলাফল ভিন্ন। বিশ্বের বড় বড় লাইব্রেরিতে হাজার হাজার সম্ভবত মিলিয়ন মিলিয়ন পুস্তক আছে, সেখানে প্রত্যেক শতাব্দী, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তক আছে, অথচ এ মহামূল্যবান লাইব্রেরীর মালিক এমন এক জাতি, যারা তাদের প্রভুকে অবিশ্বাস করে। তারা এমন এক জাতি যাদের জ্ঞান এ পার্থিব বা বস্তু জগতের সীমাকে অতিক্রম করে না। যা এ পার্থিব জগতের বাইরে তারা তা শোনে না, দেখে না, অনুভব

করে না এবং তারা তা বোঝে না। জ্ঞান এমন এক আলো, যা প্রজ্ঞার দিকে নিয়ে যায়। এটি মানুষের আত্মার প্রাণ ও চরিত্রের ইন্ধন। শুধুমাত্র বুদ্ধিমান হওয়াই যথেষ্ট নয়- হেদায়াতও প্রয়োজন.

- **“আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দান করা হয়েছে তারা বলবে: "সত্যিই তোমরা কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আল্লাহর বিধান তত্ত্বদীর অনুসারেই অবস্থান করেছিলে (কিন্তু তোমরা তা জানতে না)।” (সূরা আর রূম, আয়াত: ৫৬)**
- **আল্লাহ তায়ালা বলেন-'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাহ (বিশেষ জ্ঞান) দান করেন এবং যাকে হিকমাহ দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।'' (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬৯)**
- **“তারা শুধু পার্থিব জীবনের বাইরের দৃশ্যটাই জানে বা চিনে। অথচ তারা পরকাল সম্বন্ধে গাফেল।” (সূরা আর রূম, আয়াত: ৭)**
- **“যিনি সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন তিনি বেশি আনুগত্যের হক্কদার নাকি সে যাকে পথ প্রদর্শন করা না হলে সে পথ পায় না?” (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৫)**
- **“বরং আখেরাত সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই, বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহে পড়ে আছে, বরং তারা এ বিষয়ে অন্ধ।” (সূরা আন নামল, আয়াত: ৪০)**
- **“আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।” (সূরা হুদ, আয়াত: ৪৬)**
- **“(হে মুহাম্মাদ!), আপনি তাদেরকে সে ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দান করেছিলাম, পরে সে সেসব নিদর্শনাবলিকে এড়িয়ে গেল। ফলে শয়তান তার পিছু নিল, আর তাই সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।আর আমি যদি চাইতাম তবে তাকে আমি সেসব নিদর্শনাবলি দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়ল ও তাঁর প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব, তার উদাহরণ হলো কুকুরের মতো, যদি আপনি তার উপর বোঝা চাপান তবে সে হাঁপাতে থাকে অথবা যদি আপনি (তার উপর বোঝা না চাপিয়ে)**

তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবুও সে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করেছে, তাদের উপমাও এরূপ। অতএব আপনি ঘটনা বর্ণনা করুন যাতে করে তারা ভেবে দেখে।” (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত: ১৭৫-১৭৬)

- আল্লাহ ইহুদীদের সম্বন্ধে ও তাদের সত্য বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে বলেছেন: “যাদের উপর তাওরাতের দায়ভার অর্পণ করা হয়েছিল অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের উপমা হলো পুস্তকের বিশাল বোঝা বহনকারী গাধার মতো। যে সম্প্রদায় আল্লাহ আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল তাদের উপমা কতইনা নিকৃষ্ট!” (সূরা আল জুমু'আ, আয়াত: ৫)
- “এবং তাদের কথা, "আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত” (একথা ঠিক নয়।), বরং তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। সুতরাং অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা কেউই ঈমান আনবে না।" (সূরা আন নিসা, আয়াত: ১৫৫)
- “এবং আমি তাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের শ্রুতিশক্তি, দর্শনশক্তি ও তাদের হৃদয় তাদের কোন কাজে লাগেনি।" (সূরা আল আহক্বাফ, আয়াত: ২৬)
- “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।” (সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮)
- “বরং তারা যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি তারা তা অস্বীকার করেছিল।” (সূরা ইউসুফ: আয়াত-৩৯)
- “আর যারা যা দান করার তা দান করে অথচ সে অবস্থায় (আল্লাহর ভয়ে) তাদের অন্তরসমূহ প্রকম্পিত থাকে।” (সূরা মু'মিনূন, আয়াত: ৬০)
- "আপনি যা জানতেন না, আল্লাহ আপনাকে তা শিখিয়েছেন। আর আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ চির মহান।" (সূরা আন নিসা, আয়াত: ১১৩)

- **“যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি ও মানুষের মধ্যে চলার জন্য একটি আলো দিয়েছি, সে কি তার মতো, যে অন্ধকারে আছে এবং সেখান থেকে সে কখনও বের হয়ে আসতে পারবে না?" (সূরা আল আন'আম, আয়াত: ১২২)**
- **“ওটাই তাদের বিদ্যার দৌঁড়।” (সূরা আন নাজম, আয়াত: ৩০)**
- **“যিনি সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন তিনি বেশি আনুগত্যের হক্কদার নাকি সে যাকে পথ প্রদর্শন করা না হলে সে পথ পায় না?” (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৫)**
- **“হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অর্ন্তভুক্ত কর।” (সূরা শুআরা, আয়াত: ৮৩)**

মহান আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হ’ল ‘পড়’ এবং দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করা। বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান উপায় হ’ল পড়া। সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতেই মানবসৃষ্টির উপাদান ‘আলাক্ব’-এর মাঝেই বিজ্ঞানের অনেক মর্ম লুকিয়ে আছে।

- **“পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত হতে। পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।” (সূরা আলাক, আয়াত: ১-৫)**
- **“তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।” (সূরা রুম, আয়াত: ২০)**
- **“আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক**

এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” (সূরা রুম, আয়াত: ২১)

- “তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” (সূরা রুম, আয়াত: ২২)
- “তাঁর আরও নিদর্শনঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” (সূরা রুম, আয়াত: ২৩)
- “তাঁর আরও নিদর্শনঃ তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।” (সূরা রুম, আয়াত: ২৪)
- “তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।” (সূরা রুম, আয়াত: ২৫)
- “তারা কি তাদের সামনে ও তাদের পিছনে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমরা ইচ্ছে করলে ধ্বসিয়ে দেব তাদেরসহ যমীন অথবা পতন ঘটাব তাদের উপর আসমান থেকে এক খণ্ড; নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন, আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য।” (সূরা: সাবা, আয়াতঃ ৯)
- “আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।” (সূরা: যুমার, আয়াতঃ ৪২)

- **“নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়।” (সূরা: আল-আ'রাফ, আয়াতঃ ৫৪)**

কুরআন থেকে মুমিনের হালাল ও হারামের জ্ঞান

হালাল ও হারাম ইসলামী শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরিভাষা। সাধারণত ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে সব বৈধ বিষয়কে হালাল ও সব অবৈধ বিষয়কে হারাম বলা হয়।মুমিনের জন্য হালাল ও হারাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। তাই প্রত্যেক মুমিন নিঃসংকোচে তার অনুসরণ করে। এবং একজন মুমিন হালালকে হালাল মনে করে এবং হারামকে হারাম মনে করে কেননা সে বিশ্বাস করে, মহান রব তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র ও অনুত্তম বস্তু হারাম করেছেন। হালাল ও হারামের জ্ঞান থাকা একজন মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক কেন তা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়।

- **“এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন কোরো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে তারাই অবিচারী।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৯)**
- **“বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ আল্লাহ তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বলুন, আল্লাহ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ?” (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৯)**
- **“আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না ও পরকালের প্রতিও নয়; আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে**

না এবং সত্য দ্বিনের অনুসরণ করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে—যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে নিজ হাতে জিজিয়া দেয়।” (সূরা তাওবা, আয়াত: ২৯)

- **“তোমাদের জিহ্বা মিথ্যারোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য তোমরা বোলো না এটা হালাল এবং এটা হারাম।” (সূরা নাহল, আয়াত: ১১৬)**
- **“হে মুমিনরা, আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন, সেসবকে তোমরা হারাম কোরো না এবং সীমা লঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৮৭)**
- **"বলুন! আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলুন! পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিন এসব তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে।” (সূরা আরাফ, আয়াত: ৩২)**
- **“তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদি পশু ও শস্য ক্ষেত নিষিদ্ধ; আমি যাকে ইচ্ছা করি সে ছাড়া কেউ এসব আহার করতে পারবে না।” (সূরা আনআম, আয়াত: ১৩৮)**
- **“হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন? আপনি তো আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা তাহরিম, আয়াত: ১)**
- **“আল্লাহ চান তোমাদের নিকট (হালাল-হারামের বিধান) স্পষ্টরূপে বর্ণনা করতে। তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি তোমাদেরকে প্রদর্শন করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ। আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান অথচ যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হয়ে যাও।” (সূরা নিসা: আয়াত: ২৬-২৭)**

কোরআনে আল্লাহ কি কি হালাল ভক্ষন করতে বলেছেন এবং কি কি হারাম করেছেন তা নিচের আয়াত সমূহ থেকে জানা যায়।

- “হে মানুষ? তোমরা খাও, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু রয়েছে তা থেকে এবং তোমরা অনুসরণ করবে না শয়তানের পদচিহ্ন। নিশ্চয় সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬৮)
- “আজ তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমস্ত ভাল পবিত্র জিনিস। আহলে কিতাবের খাদ্য হালাল তোমাদের জন্য. এবং তোমাদের খাদ্য ও তাদের জন্য হালাল। মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ, যদি তাদের বিবাহের জন্য মাত্র প্রদান কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রনয়ণী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।” (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৫)
- “তোমরা খাবে না তা থেকে কিছুই যাতে আল্লাহ্ নাম নেওয়া হয়নি। নিশ্চয়ই তা তো পাপ। আর শয়তানেরা তো প্ররোচনা দেয় তাদের বন্ধুদের তোমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে। আর যদি তোমরা তাদের কথা মত চল, তবে তো তোমরা হয়ে পড়বে মুশরিক।” (সূরা আন'আম, আয়াত:১২১)
- আপনি বলুন: আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না মরা অথবা বহমান রক্ত বা শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা, এসব অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে; তবে কেউ নিরুপায় হলে অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা আহার করলে, নিশ্চয় আপনার রব পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আন'আম, আয়াত:১৪৫)
- “ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পূর্ণ করবে অংগীকার। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া, তবে ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন যা চান।” (সূরা মায়িদা, আয়াত: ১)

- **"হে বনী আদম! তোমরা পরিধান করবে সুন্দর পোষাক প্রত্যেক মসজিদে যাওয়ার সময়, আর খাবে ও পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি ভালবাসেন না অপচয়- কারীদের।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৩১)**

মুমিনের আল্লাহর উপর ভরসা

একজন ঈমানদার মানুষ ভালো ও কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য সকল ব্যাপারে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করে আর ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করবে, তাঁর প্রতি আস্থা ও দৃঢ় ইয়াকীন রাখে । এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন ফলাফল তা-ই হবে।আর তাতেই রয়েছে কল্যাণ , চূড়ান্ত বিচার ও শেষ পরিণামে। এটাই তাওয়াক্কুলের মূলকথা। একজন মুমিন ব্যক্তি কখনো হতাশ হয় না। আশা ভঙ্গ হলে মুষড়ে পড়ে না। বিপদ-মুসীবত, যুদ্ধ- সংকটে ঘাবড়ে যায় না। যে কোনো দুর্বিপাক, দুর্যোগ, সঙ্কট, বিপদ-মুসীবতে আল্লাহ তা'আলার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে। ঘোর অন্ধকারে আশা করে উজ্জ্বল সুবহে সাদিকের। যত যুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়নের ঝড়- তুফান আসুক, কোনো অবস্থাতেই সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না।আল্লাহ তায়ালাকে যারা বেশি ভয় করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

- **"হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।" (সূরা আল আনফাল, আয়াত: ২৯)**
- **"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দিবেন।" (সূরা আত-তালাক, আয়াত: ২)**

- আল্লাহর প্রতি ভরাসার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক বার বলা হয়েছে, “যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু’জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।” (সূরা তাওবা, আয়াত: ৪০)
- “আর আল্লাহর ওপর ভরসা করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।” (সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ২৩)
- “যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।” (সূরা তালাক, আয়াত: ০৩)
- আল্লাহ ঘোষণা করেন, “যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করে থাকেন তবে কেউ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সহায়তা না করেন, তবে তিনি ছাড়া কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করবেন? মুনিদের শুধু আল্লাহর ওপর নির্ভর করা উচিত।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬০)
- “নিশ্চয়ই তাদের ওপর শয়তানের কোনো শক্তি নেই যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।” (সূরা নাহল, আয়াত: ৯৯)
- “আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন'। এতে তাদের ঈমান ও ইসলামই বৃদ্ধি পেল।” (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২২)
- “যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, “নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর।” কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, “আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক! অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত ও অনুগ্রহসহ। কোনো মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করে নি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩-১৭৪)

- **"আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার ওপর যিনি মরবেন না।" (সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৫৮)**
- **"আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।" (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১১)**
- **"অতঃপর তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কর।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯)**
- **"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্যে যথেষ্ট।" (সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৩)**
- **"মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।" (সূরা আল আনফাল, আয়াত: ২)**
- **"হে নবী (মুহাম্মদ), আপনার জন্য এবং যেসব মুমিন আপনাকে অনুসরণ-অনুকরণ করে ও আপনাদের আনুগত্য করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আনফাল, আয়াত: ৬৪)**

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, "তোমরা কি জানো কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জানো মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন্ জিনিস? তা হচ্ছে জিহ্বা ও লজ্জাস্থান।" (তিরমিযি)

এই সব আয়াত একজন মুমিনকে অনুপ্রেরণা দেয় আল্লাহকে নিজের অভিভাবক নিযুক্ত করতে এবং তাঁর ওপর পূর্ণভাবে ভরসা করতে । হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থেকে নয় বরং আল্লাহর দেয়া সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণগুলো কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্য তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করতে শিখায় আল কুরআন।

মুমিনের সবর ও সালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন । মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছে তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা। তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা। তাছাড়া পার্থিব বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করে থাকেন। একজন মুমিনকে তার জীবনে এসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে চান কে সবচে উত্তম আমলকারী আর কে নয়। এ পৃথিবীতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সবচে প্রিয় বান্দাগণও এ পৃথিবীতে কঠিন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন।আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তার যাবতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কীভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইবে—সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

- **"তোমরা ধৈর্য্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।" (সূরা বাকারা, আয়াত:৪৫)**
- **"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩)**
- **"আমি তোমাদিগকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে—**

যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, “আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭)

- “হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং সুসম্পর্ক স্থাপনে আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে অবিচল থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০)
- “মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' বলতেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের বিচার করা হবে না? কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি এবং আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করবেন কারা মিথ্যাবাদী।” (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ২-৩)
- “অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ মু’মিনদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে গায়িবের বিধান জ্ঞাত করেন না, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নেন, কাজেই তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আন। যদি তোমরা ঈমান আন আর তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৯)
- “হে মু’মিনগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, দৃঢ়তা প্রদর্শন কর, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০)
- “আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।” (সূরা আনফাল, আয়াত: ৪৬)
- “হে নবী মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তাঁরা দুইশত জনের উপরে বিজয়ী হবেন। আর এমনই ধরনের

যদি একশত জন থাকে তাহলে তাঁরা সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্যে এক হাজার জনের ওপর বিজয়ী হবেন, কারণ তারা এমন ধরনের লোক যাদের বোধশক্তি নেই।” (সূরা আনফাল, আয়াত: ৬৫)

- **“হে নবী, আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই। কাজেই তাদের উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার ওপর ঈমান আনা। এ কথা তুমি শুনিয়ে দাও হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৬)**
- **“এবং (হে মুহাম্মদ) ধৈর্য ধরুন, আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনার ধৈর্য ধরা সম্ভব নয় এবং তাদের নিয়ে দুঃখ করবেন না। আর তারা যে চক্রান্ত করে তাতে কষ্ট পাবেন না। অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকী এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।” (সূরা আন নাহল, আয়াত: ১২৭-১২৮)**

মুমিন ব্যক্তি দৃঢ় ও স্থির সংকল্পের অধিকারী

মুমিন ব্যাক্তি নিজের পরিকল্পনা ও ধারণার বাস্তবতার বিষয়ে গবেষণা করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে দেখার জন্য নিজেকে সময় অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকের নিকট পরামর্শ দেয়, চায় এবং একাধিক পছন্দের মাঝে সর্বোত্তম বিষয়ের দিকে পথ-প্রদর্শন করার জন্য মহান আল্লাহর নিকট আপনি প্রার্থনা করে । অবশেষে কাজের পদক্ষেপ নেয় এবং সিদ্ধান্ত করতে বিলম্ব করে না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফলে জীবনে যে অশান্তির সৃষ্টি হয় তা স্থীর সংকল্পের মাধ্যমে সারানোর চেষ্টা করে।

- **“যখন তুমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের ভালবাসেন।” (সূরা আল ইমরান: ১৫৯)**
- **“যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না এবং যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, সে অবস্থায় এমন**

কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মু'মিনদের আল্লাহর প্রতি নির্ভর করাই উচিত।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৬০)

- **"তারা মাঝখানে দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে; বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কক্ষনো কোন পথ পাবে না।" (সূরা আন নিসা, আয়াত: ১৪৩)**
- **"মুমিন তো শুধুমাত্র তারাই যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) রাখে অতঃপর সন্দেহ করে না।" (সূরা আল হুজরাত, আয়াত: ১৫)**
- **অর্থাৎ মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "অতএব তারা তাদের সন্দেহে দোদুল্যমান।" (সূরা তাওবা: আয়াত-৪৫)**
- **"আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ করতে চাইলে তা রদ করার কেউ নেই, আর তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।" (সূরা রা'দ, আয়াত: ১১)**
- **"আর এই যে, মানুষ যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাছাড়া কিছুই পায় না।" (সূরা নাজম, আয়াত: ৩৯)**

মুমিন রিযিকের তালাশ করে দৃঢ় চিত্তে কিন্তু কখনও লোভ করে না কারন সে জানে সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মাটির কীটের ও খাদ্য যোগান দেয় তাই তারা রিযিক নিয়ে উদ্বিগ্ন হয় না।

- **"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী ও দু-ডানায় ভর করে উড়ন্ত প্রতিটি পাখি তোমাদের মতো এক একটি সম্প্রদায়।" (সূরা আল আন'আম, আয়াত: ৩৮)**
- **"আর তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা তোমরা যে পাপ কাজ কর তার ফলেই আসে; এবং তিনি অনেককেই ক্ষমা করে দেন।" (সূরা আশ শূরা, আয়াত: ৩০)**

- **“আর যদি তারা সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে শস্যদান করে সমৃদ্ধ করতাম।” (সূরা আজ জ্বীন, আয়াত: ১৬)**
- **"আর তারা যখন ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।” (সূরা আল নূর, আয়াত: ৬৭)**
- **“অতপর, যখন (জুমআর) সালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় ও আল্লাহর করুণা (রিযিক) অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হও।" (সূরা আল জুমু'আ, আয়াত: ১০)**
- **“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ আর তাকে কিয়ামাতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।” (সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪)**

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

ইসলামে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মানুষের মধ্যে যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার মনমানসিকতা তৈরী হয়, তখন সমাজে অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন বাসা বাঁধতে পারে না। শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করা সহজ থেকে সহজতর হয়। মানুষের মধ্যে ভালোবাসা-সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। একজন মুমিন আল্লাহর এই আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলে কেননা আল কুরআনে আমর বিল মা’রূফ ও নাহী ‘আনিল মুনকারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

- **“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এরূপ লোকই সফলতা লাভকারী।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১০৪)**

- "তাহারা সকলে সমান নহে। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যাহারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তাহারা সেজদা করে। আর আল্লাহর প্রতি ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ হইতে বারণ করে এবং সৎ কাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে থাকে। আর ইহারাই হইল সৎকর্মশীল।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১১৩- ১১৪)
- "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তাহারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ হইতে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে।" (সূরা তওবা, আয়াত: ৭১)
- "বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কাফের তাহাদিগকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা অবাধ্যতা করিত এবং সীমা লংঘন করিত। তাহারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করিত না, যাহা তাহারা করিত। তাহারা যাহা করিত তাহা অবশ্যই মন্দ ছিল।" (সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৮)
- "তোমরাই হইলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হইয়াছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১১০)
- "অতঃপর যখন তাহারা সেই সব বিষয় ভুলিয়া গেল, যাহা তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছিল, তখন আমি সেইসব লোককে মুক্তি দান করিলাম যাহারা মন্দ কাজ হইতে বারণ করিত। আর পাকড়াও করিলাম গোনাহগারদিগকে নিকৃষ্ট আজাবের মাধ্যমে তাহাদের নাফরমানীর দরুন।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৬৫)
- "তাহারা এমন লোক "যাহাদিগকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করিলে তাহারা নামাজ কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিবে।" (সূরা হজ্ব, আয়াত: ৪১)

- **বস্তুতঃ আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের ফজিলত ও গুরুত্ব প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলামের অন্যতম রোকন নামাজ ও রোজার পাশাপাশি এই আমলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।**
- **"সৎ কর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করিও না।" (সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ২)**

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত সহযোগিতার অর্থ হইতেছে উৎসাহ যোগানো।

- **"দরবেশ ও আলেমরা কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে এবং হারাম ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে না? তাহারা খুবই মন্দ কাজ করে।" (সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৬৩)**
- **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাহাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।" (সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৫)**
- **"তাহাদের অধিকাংশ সলা পরামর্শ ভাল নহে; কিন্তু যেই সলাপরামর্শ দান খয়রাত করিতে কিংবা সৎ কাজ করিতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করিত তাহা স্বতন্ত্র। যে এই কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তাহাকে বিরাট ছাওয়াব দান করিব।" (সূরা নিসা, আয়াত: ১১৪)**
- **"যদি মোমেনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে।" (সুরা হুজরাত, আয়াত: ৯)**
- **"তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে; যেই পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে।" (সূরা হুজরাত, আয়াত: ৯)**

মুমিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজে অবস্থান করে

জাহিলিয়াতের বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি সময়ে আল্লাহর রাসুল (সা.) পৃথিবীর বুকে প্রেরিত হয়েছিলেন। সে সময়ে আরবদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ এবং তারা বিভিন্ন গোত্র-দলে বিভক্ত ছিল। সামান্য কারণেও তাদের মাঝে যুদ্ধ লেগে থাকত বছরের পর বছর অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জ্বলন্ত ভূমি ছিল আরব জাহান। এমন একটি মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন মানবতার সূতিকাগার রূপে আল্লাহ তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে সমগ্র আরব জাতিকে এক সুতোয় গেঁথেছেন। তাদের মধ্যকার দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতাকে চিরতরে মুছে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে মুমিন বান্দাদের সামাজিক ঐক্যের প্রতি এবং পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । কুরআনুল কারিমে আল্লাহ বলেনঃ

- **“তোমরা সবাই একত্র হয়ে দৃঢ়ভাবে ধর আল্লাহ্ রজ্জুকে, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ নিয়ামতকে যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু তখন তিনি তোমাদের অন্তরে সঞ্চার করলেন প্রেম-প্রীতি, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তাঁর অনুগ্রহে ভাইভাই, আর তোমরা তো ছিলে আগুনের কুণ্ডের কিনারে, তিনি তোমাদের বাঁচালেন তা থেকে। এভাবেই আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী যাতে তোমরা হিদায়েত লাভ করতে পার।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩)**
- **“আর এটিই (ইসলাম) আমার একমাত্র সরল পথ, সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ করো। আর তোমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। আর আল্লাহ তোমাদের এই আদেশ করছেন যাতে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।” (সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৩)**
- **“আর যারা সাড়া দেয় তাদের রবের আহবানে, সালাত কায়েম করে এবং পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মাঝে কাজ সম্পন্ন করে, আর আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, আল্লাহ্ কাছে যা আছে তা তাদের জন্য উত্তম ও স্থায়ী।” (সূরা শূরা, আয়াত: ৩৮)**

- **“যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে পরম দয়াময় তাদের জন্য (পারস্পরিক) ঐক্য-সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন।” (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৯৬)**

'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' বন্ধুত্ব ও শত্রুতা

ইসলামী আক্বীদার মৌলিক বিষয়গুলো (আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, নাবী- রসূলগণের প্রতি ঈমান, আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এবং তাক্বদীরের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা) কে দীন হিসাবে গ্রহণকারী প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, যারা এ বিষয়গুলোকে তাদের আক্বীদা হিসাবে গ্রহণ করে তাদেরকে বন্ধু বানাবে এবং যারা এগুলোর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে শত্রুতা করবে।

সুতরাং সে তাওহীদপন্থী ও একনিষ্ঠদেরকে ভালোবাসবে এবং তাদেরকে বন্ধু বানাবে। একই সঙ্গে কাফির-মুশরিকদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে। এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার সাথীদের দীনের অন্তর্ভুক্ত। আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

- **“তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীগণের মধ্যে চমৎকার নমুনা রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি। তোমরা এক আল্লাহ্ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে।” (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৪)**
- **“হে ঈমানদারগণ! ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ**

তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অবশ্যই আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ৫১)

এ আয়াতে নির্দিষ্ট করে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) দেরকে বন্ধু বানানো হারাম করা হয়েছে। সমস্ত কাফেরদেরকে বন্ধু বানানো হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

- **"হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করে। তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করে, এ অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছো? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি ভালভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত।" (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ১)**
- **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা কুফরকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দেয়। তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, তারাই হবে যালিম।" (সূরা আত তাওবা, আয়াত: ২৩)**
- **"যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে তুমি আল্লাহ্ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা**

তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো! আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।" (সূরা আল মুজাদালা, আয়াত: ২২)

আল্লাহ তা'আলা যেমন ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের দুশমন কাফিরদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করা হারাম করেছেন, ঠিক তেমনি তিনি মুমিনদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা ও তাদেরকে বন্ধু বানানো ওয়াজিব করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

- **"আল্লাহ, তার রসূল এবং মুমিনগণই হচ্ছেন তোমাদের বন্ধু। যারা ছলাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং রূকু করে। আর যে আল্লাহ তার রসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু বানায়, তারাই আল্লাহর দলভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহর দল বিজয়ী।" (সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ৫৫-৫৬)**
- **"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" (সূরা ফাতহ, আয়াত: ২৯)**
- **"মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" (সূরা আল হুজুরাত, আয়াত: ১০)**

মুমিনগণ পরস্পর দীন ও আক্বীদা সম্পর্কিত ভাই। যদিও তাদের বংশ, দেশ ও যামানার মধ্যে অনেক দূরত্ব বিদ্যমান থাকে। অতএব মুসলিমগণ সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত পরস্পর ভাই ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের একজন অন্যজনের জন্য দু'আ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

- **“যারা অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।” (সূরা আল হাশর, আয়াত: ১০)**

হিজরত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের উপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের মাঝে বসবাস করা হারাম করেছেন। বিনা প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাহায্য নেয়া, তাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করা, মুসলিমদের গোপন বিষয়গুলোতে ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদেরকে নিয়োগ করা, তাদেরকে ঘনিষ্ট ও উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করা তাদেরকে অভিভাবক বানানোর লক্ষণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

- **“যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৭-৯৯)**
- **“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে কোনো ত্রুটি করবে না। যা তোমাদের ক্ষতি করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মনের হিংসা ও বিদ্বেষ তাদের মুখ থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং যা কিছু তারা নিজেদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে তা এর চেয়েও মারাত্মক। আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ**

বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো। তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তারা তোমাদের সাথে মিলিত হলে বলে, আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতো বেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। তাদেরকে বলো, নিজেদের ক্রোধ ও আক্রোশে তোমরা নিজেরাই জ্বলে পুড়ে মরো। আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন। তোমাদের ভালো হলে তাদের খারাপ লাগে এবং তোমাদের উপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয়। তোমরা যদি সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন"।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১১৮- ১২০)

তবে মুমিন এখানে নিচের আয়াতটিকে সতর্কতা হিসেবে গ্রহণ করে যেন কোন অন্যায় না হয়ে যায়:

- **"যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন।" (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৮)**

মুসলিমদের কাফির পিতা-মাতার ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

- **"তোমার পিতা-মাতা যদি এমন কিছুকে আমার সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো।" (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৫)**

- **“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতৃবর্গ ও ভাতৃবৃন্দ যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে পছন্দ করে, তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।” (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ২৩)**

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও পার্থিব বিষয়াদির বদলা দেয়া এক জিনিস এবং অন্তরের ভালোবাসা অন্য জিনিস। কেননা অমুসলিম আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করা যায়। এটি দাওয়াতের অন্যতম মাধ্যম। তবে তা অন্তর দিয়ে ভালোবাসা এবং বন্ধু বানানোর সম্পূর্ণ বিপরীত। কাফিরদেরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসলে এবং অভিভাবক বানানো হলে তাদের দ্বীনকে স্বীকৃত প্রদান করা হয় এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বুঝায়। এতে করে ইসলামের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় যা একজন মুমিন কখন ও করতে পারে না।

মুমিনের দৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন অন্য দ্বীন অন্বেষণ করতে। কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার। সুযোগ নেই এ দ্বীনের মধ্যে কিছু সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার। মহান আল্লাহ সমাজ থেকে রাষ্ট্র প্রতিটি জায়গায় একজনের সাথে আরেকজনের আচরণ কেমন হবে, অন্যায়কারীর দণ্ডবিধি কি হবে সব পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে। কিন্তু আদালতে যদি কুরআন প্রতিষ্ঠিত না হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি

আন্তর্জাতিক অর্থপ্রতিষ্ঠানগুলোর তৈরিকৃত আইনের অধীনে করা হয়, আর সরকার ব্যবস্থা যদি হয় গণতান্ত্রিক তাহলে আল্লাহর ইবাদত কিভাবে করা সম্ভব? অথচ আল্লাহ তায়ালার লক্ষ্য তো এই, জমিনের বুক হতে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও আদর্শ নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন কায়েম করা। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর আইন কায়েম করা প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। নিচে কুরআনের কিছু আয়াত উল্লেখ করা হল যা মুমিন তার প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখে এবং বর্তমানের রাজতন্ত্র নামক স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্র নামক কুফরি মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারে।

- **“(মুসলমানগণ!) আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ অর্থাৎ মানুষের অধিকারসমূহ ঐগুলোর মালিক তথা হকদারদের কাছে পৌঁছে দাও। তোমরা যখন জনগণের পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নাও, তখন ন্যায়-নীতির মধ্য দিয়ে তা ফয়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ প্রদান করেন, সেটা তোমাদের জন্যে কতই না উত্তম। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সব কিছুই অধিক শুনেন, অধিক দেখেন। (হে মুসলমানগণ!) তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলো এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলো আর মেনে চলো তোমাদের (রাষ্ট্রীয়) দায়িত্বশীল নেতাদের নির্দেশও। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হচ্ছে, বিরোধীয় বিষয়টির ফয়সালা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হাওলা করো। এটা যেমন তোমাদের জন্য উত্তম, তেমনি পরিণামের জন্যে অতি শ্রেয়।” (সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮-৫৯)**
- **“যতদিন (সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষদের বিরুদ্ধে) ফিৎনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান না ঘটবে এবং (সমাজে) একমাত্র আল্লাহ্ দ্বীনেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হবে, তোমরা (মানবতা বিরোধী ঐ প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সম্ভাব্য সকল উপায়ে) লড়ে যেতে থাকো।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৩)**

- “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে।” (আহযাব, আয়াত: ৩৬)
- “আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট দলীল দিয়ে প্রেরণ করেছি। তাদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছি 'কিতাব' ও 'মীযান' (ন্যায়দণ্ড), যেন তাঁরা (ইসলামের) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।” (সূরা হাদীদ: ২৫)
- “হে নবী! আমি তোমার কাছে সঠিকরূপে কিতাব নাযিল করেছি। তোমাকে আল্লাহ তায়ালা যেরূপ বাৎলিয়ে দিয়েছেন, তুমি ঠিক সেভাবে মানুষের পারস্পরিক বিরোধ, মামলা-মোকাদ্দমার ফয়সালা করবে। খেয়ানতকারী প্রতারকদের পক্ষাবলম্বন করবে না।” (সূরা নিসা, আয়াত: ১০৫)
- “লক্ষ্য করো, তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, আল্লাহর পথে ধন সম্পদ ব্যয় করো, আর এ ব্যাপারে তোমাদের কিছু লোক কার্পণ্য করে। তারা আসলে নিজের সাথেই নিজে কার্পণ্য করে। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সত্তা। তোমরাই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে তিনি তোমাদের স্থলে অপর কাউকে একাজে নিয়ে আসবেন আর তারা নিশ্চয়ই তোমাদের মত হবে না।" (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৩৮)
- “তিনি সেই মহান সত্তা যিনি পথ নির্দেশক বিধি ব্যবস্থা ও সত্য জীবন বিধান দিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি অন্যান্য (মানব রচিত ও বাতিল বিধি) ব্যবস্থার উপর তাকে বিজয়ী করেন। যদিও তাতে মুশরিক কাফিররা অস্বস্তি বোধ করবে।” (সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৩)
- “মানুষের কলহ-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা মীমাংসা করার সময় তোমরা ইনসাফের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে।” (সূরা নিসা, আয়াত: ৮)
- “যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি তো হলো, (রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা

বাহিনী) তাদের খুঁজে খুঁজে ধরে এনে বিচারের মাধ্যমে প্রাণদণ্ড দেবে অথবা শূলীতে চড়াবে কিংবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করে দেবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করে দেবে, এগুলো হল তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা, আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্য কঠিন আযাবের ব্যবস্থা। কিন্তু তোমাদের হাতে ধৃত হওয়ার পূর্বেই যদি তারা তওবা করে নেয়, (সঠিক পথে এসে সংশোধিত হয়ে যায়, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩৩-৩৪)

- "হে মুসলমানগণ। শত্রুদের সাথে কঠোরতার প্রয়োজন হলে, সে পরিমাণ কঠোরতাই অবলম্বন কর, যা তোমাদের সাথে করা হয়েছে, কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধর, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। আর হে নবী! আপনি সবর করুন, কিন্তু আল্লাহ্ তৌফিক ব্যতীত সবর করা আপনার পক্ষে সম্ভবই নয়।" (সূরা নাহল, আয়াত: ১২৬-১২৭)
- "হে নবী! সৎ-অসৎ ভাল-মন্দ সমান হতে পারে না, উত্তম পন্থায় মন্দের প্রতিকার কর। যদি এরূপ কর তবে, পরম শত্রুও তোমার প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হবে। আর ধৈর্যশীলদেরকেই কেবল উত্তমাচরণের সুযোগ দেয়া হয় আর সুযোগ দেয়া হয় সেসব লোককে যারা মহা ভাগ্যবান।" (সূরা হা-মীম আস সাজদা, আয়াত: ৩৪-৩৫)
- "কোনো মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা যেন তোমাদের বেইনসাফীর কারণ না হয়। তোমরা ইনসাফ করবে, কেননা ন্যায়পরায়ণতা তাকওয়া-খোদাভীতির সাথে সম্পৃক্ত।" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৮)
- "মুমিনদের দু'টি দল যদি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের বিবাদ মিটিয়ে দাও, আর তাদের এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের উপর জুলুম করে, তবে আল্লাহর বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জালিম দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তবে, সাম্য ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। মুমিনগণ

হচ্ছে পরস্পর ভাই ভাই। তাই নিজের ভাইদের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, পরিণামে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" (সূরা হুজুরাত আয়াত: ৯)

- "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ্ অতি শীঘ্রই এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন। পক্ষান্তরে তারাও আল্লাহকে ভালবাসবেন। মুসলমানদের সাথে তাদের ব্যবহার হবে কোমল, কাফিরদের সাথে কঠোর, আল্লাহর পথে তারা জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয়ে তারা ভীত হবে না। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন, আর আল্লাহ সীমাহীন উপায় উপাদানের মালিক এবং তিনি মহাজ্ঞানী।" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫৪)
- "কাফেরদের মুকাবেলায় তারা বড় কঠোর; কিন্তু পরস্পর সহানুভূতিশীল। তুমি তাদের দেখতে পাবে কখনও রুকূ করছে এবং কখনও সিজদা করছে- আল্লাহর দান এবং সন্তুষ্টি কামনায় তারা রত আছে।" (সূরা ফাতাহ, আয়াত: ২৮)
- "মুসলমানদের সাথে নরম এবং কাফের তথা আল্লাহর অবাধ্যদের প্রতি কড়া।" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫৪)
- "আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, আর দাঁতের বদলে দাঁত। আর জখমের বদলে অনুরূপ জখম। কেউ ক্ষমা করে দিলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম।" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৪৫)
- "আর চোর ও চোরনী তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞানী।" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩৮)

- **"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর যমীনে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের শাস্তি হল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হল তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩৩)**
- **"তোমাদের যে সব নারী ব্যভিচার করবে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ কর। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তোমরা তাদেরকে সে সময় পর্যন্ত গৃহে আবদ্ধ করে রাখবে যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় কিংবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পৃথক পথ বের করেন। তোমাদের মধ্যেকার যে দু'জন তাতে লিপ্ত হবে, তোমরা সে দু'জনকে শাস্তি দেবে, অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে তবে তাদের ব্যাপারে নিবৃত্ত হও, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় তাওবাহ কবূলকারী, পরম দয়ালু।" (সূরা নিসা, আয়াত: ১৫-১৬)**

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের নানা সময়ে নানা কারণে সাময়িক ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সবসময় ব্যক্তির কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে না। কিন্তু সম্ভাবনা থাকে যে, পরে করজ পরিশোধ করতে পারবে। এজন্য আল্লাহতায়ালা করজে হাসানা ইসলামী নীতির বিধান রেখেছেন। করজে হাসানার অর্থ হচ্ছে ঋণ বা করজ দেয়া যা সময়মতো পরিশোধ করা হবে, কিন্তু দাতা কোনো অতিরিক্ত অর্থ নিতে পারবেন না। কেননা বেশি নেয়া হলে সেটা সুদ আর ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। ফলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সুদের ভিত্তিতে অর্থ নেয়া উচিত নয়। আল্লাহতায়ালা কোরআনুল কারিমের কয়েকটি সূরার একাধিক স্থানে 'করজে হাসানার' আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

- **“কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম করজে হাসানা দেবে, এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।” (সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ১১)**

- **“নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীল নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে করজে হাসানা দেয়, তাদের দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।” (সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ১৮)**

- **“যদি তোমরা আল্লাহকে করজে হাসানা দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল।” (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৭)**

- **“তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আল্লাহকে ‘করজে হাসানা’ দিতে প্রস্তুত, অতঃপর আল্লাহ তাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। হ্রাস-বৃদ্ধি দুটোই আল্লাহর হাতে রয়েছে। আর তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৪৫)**

আল্লাহতায়ালা বনি ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বারোজন সর্দার নিযুক্ত করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, **“আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর, জাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় করজে হাসানা দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিতভাবেই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।” (সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত: ১২)**

আল্লাহতায়ালা এই আয়াতগুলোতে করজে হাসানার বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহতায়ালাকে ঋণ দেয়ার অর্থ হচ্ছে গরিব-দুঃখী, অভাবী, ঋণী ব্যক্তিদের ঋণ দেয়া,

তাদের সাহায্য করা- মোটকথা মানবকল্যাণের যত বিষয় আছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এটা ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মুমিন পিতা-মাতার প্রতি সৎ আচরণকারী

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম ও হাওয়া ব্যতীত সকল সৃষ্টিই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। কেবল ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইসলামী শরী'আতে পিতা-মাতাকে অপরিসীম মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরে পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ-নিষেধ শরী'আত বিরোধী না হ'লে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহ্ কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহ্ ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সতর্কতা বজায় রেখে একনিষ্ঠভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। পিতামাতাকেও তাদের গর্ভধারণকালীন কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে পিতা-মাতা সন্তানকে কোন সময় আল্লাহ্ বিরুদ্ধাচরণ করতে না বলে। অনেক সময় পিতা-মাতার মতের সাথে সন্তানের মতের অমিল হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য আবশ্যক হ'ল পিতা-মাতার আনুগত্য করা। আল্লাহ বলেন,

- **“আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে**

কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার বাহু অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন।” (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৪)

- “আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হ'লাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।” (সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ১৫)
- “আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা- মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।” (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৪)
- “ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা- মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে।” (সূরা নিসা, আয়াত: ৩৬)

- **“তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি।” (সূরা আন'আম, আয়াত: ১৫১)**
- **“লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হ'তে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর। আর মনে রেখ, তোমরা যা কিছু সৎকর্ম করে থাক, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত।” (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত: ২১৫)**

মুমিনের নারীর প্রতি সম্মানবোধ

পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষকে একে অপরের ভূষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীকে স্ত্রী, কন্যা, বোন ও মা হিসেবে ইসলামই সর্বপ্রথম সম্মান দিয়েছে। এর মধ্যে মা হিসেবে নারীকে পুরুষের চেয়ে তিনগুণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইসলামে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। আল-কুরআনে নারীকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানবিক মর্যাদা থেকে শুরু করে অপরাধ দন্ডবিধি পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে উভয়কেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছে। আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের মধ্যে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দিয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এ ন্যায্যতা ও সাম্যের বিরোধিতা নিঃসন্দেহে আল্লাহর দেয়া শরিয়তের প্রকাশ্যে বিরোধিতার শামিল। ইসলাম শুরু থেকেই নারীকে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার অধিকার দিয়েছে। তার ধন-মাল তার স্বেচ্ছামূলক অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া কোনো ক্রমেই ব্যয় করা যেতে পারে না।ইসলামী আইন ও বিধি বিধান সবই

নারীকে মানবীয় মর্যাদা দিয়েছে- তা রক্ষার নিরাপত্তাও দিয়েছে। মালিকানা অধিকার, ব্যয়-ব্যবহার দান ইত্যাদি হস্তক্ষেপ করার সরাসরি অধিকার নারীর জন্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

- **"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সুরা আর-রূম, আয়াত: ২১)**
- **"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭)**
- **"পুরুষরা যা উপার্জন করবে তা থেকে তার অংশ প্রাপ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে মেয়েরা যা উপার্জন করবে তা থেকেও তাদের অংশ প্রাপ্য রয়েছে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩২)**
- **"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের জন্যে নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসবে। আর তোমরা তাদের পথও বন্ধ করে দিও না এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ কেড়ে নিয়ে যাবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)**
- **"পুরুষ বা নারী যে-ই নেক আমল করবে ঈমানদার হওয়া অবস্থায়, তাকেই আমরা অতীব উত্তম পবিত্র জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।" (সূরা নাহল, আয়াত: ৯৭)**
- **"তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক কোন কর্মীরই কর্মফল আমি নষ্ট করি না, তোমরা একে অপরের অংশ।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৯৫)**

- **“তোমরা- হে পুরুষরা মেয়েলোকদের সাথে অতীব উত্তম নিয়মে একত্রে বসবাস গ্রহণ করো।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)**
- **“তোমরা পুরুষরা যদি তাদের অপছন্দও করো, তা হলে জেনে রাখবে, অসম্ভব নয় যে, তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাতেই বিপুল কল্যাণ নিহিত করে রেখেছেন।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)**

এমনি ভাবেই চেতনা ও কর্মে, অর্থনীতিতে ও সমাজ ক্ষেত্রে নারীদের এই নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে যে, তারা তাদের স্বাভাবিক দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে- কোনোরূপ জোর জবরদস্তি ব্যতিরেকেই পালন করবে। তাতে করেই তাদের স্বভাবগত প্রচ্ছন্ন গুণাবলী ও যোগ্যতা-প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব। যদিও আধুনিক জাহিলিয়াত নারী-পুরুষের মোহময় ও প্রতারণাপূর্ণ সমতার শ্লোগান দিয়ে সেই স্বাভাবিক গুণ-গরিমা ও যোগ্যতা-প্রতিভাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

নারীদের জন্য পর্দা পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, আল্লাহ তা’আলা তাঁর কিতাবে সৌন্দর্য প্রদর্শনকে নিষেধ করে পর্দার আদেশ দেন, তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে বেপর্দার নিষেধাজ্ঞা জারি করে পর্দার আদেশ জারি করেন। যেমন আল্লাহ বলেন

- **“(হে নবী!) ঈমানদার নারীদেরকে বল: তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণত; প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের শোভা প্রদর্শন না করে, তাদের গলদেশ ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা (দাদা-নানাসহ), শশুর (দাদা শশুর-নানা শশুরসহ), পুত্র (ও নাতি), স্বামীর পুত্র (নাতিসহ), ভাই (সহোদর ও সৎভাই), ভাতিজা, ভাগ্নে, আপন (মুসলিম) নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাস- দাসী, এমন অধিনস্থ পুরুষ যাদের মধ্যে পৌরুষত্ব বিলুপ্ত এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের শোভা প্রকাশ না করে। তারা যেন সজোরে পদক্ষেপ না নেয় যাতে তাদের**

গোপন শোভা প্রকাশ পায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।” (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১)

- **“আর এমন বৃদ্ধ নারীগণ যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য দোষ নেই যদি তারা তাদের শোভা প্রদর্শন না করে তাদের (বাহ্যিক অতিরিক্ত চাদর উড়না) বস্ত্র খুলে রাখে, তবে সংযমী হয়ে বিরত থাকলে তা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।” (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬০)**
- **আল্লাহ তায়ালা বলেন “তোমরা (নারীগণ) নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়া যুগের (নারীদের) ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।” (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩)**
- **“হে নবি! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাঁদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।” (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯)**

কুরআন থেকে সন্তানের তারবিয়া

একজন মুমিনের কাছে সন্তান সন্তুতি মহান রবের পক্ষ থেকে পাওয়া বিশাল বড় নিয়ামতের পাশাপাশি আমানত ও। তাদের সঠিক তারবিয়াহ দিয়ে আল্লাহর নেককার হিসেবে বড় করা একজন মুমিনের কাছে প্রধান নৈতিক দায়িত্বের একটি । নেককার সন্তান দুনিয়ার জন্য যেমন বরকতময় তেমনি পরকালের জন্য ও সঞ্চয়পত্র। কেননা মানুষের মৃত্যুর পর আমলের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু আমল দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় করে যাওয়ার কারণে তার সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকে তার মধ্যে নেককার সন্তানের দোয়া একটি। আর তাই মুমিনগণ সন্তানকে প্রথমত আল্লাহর উপর ঈমানের শিক্ষা দেন। ঈমানের উপমা কুরআনে এসেছে চারাগাছের সাথে।

শিশুর ফিতরাত হচ্ছে উর্বর জমি, যেখানে মহীরুহ হয়ে উঠে এই চারাগাছ। একজন মুমিন তার সন্তানকে সঠিক তারবিয়াহ দিয়ে নিজ সন্তান সন্ততিকে আল্লাহর যোগ্য বান্দা হিসেবে গড়ে তলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। নামেমাত্র 'মুসলিম' নয়, বরং 'মুমিন' হিসেবে গড়ে ওঠার দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে মহান আল্লাহ প্রদত্ত পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নিমিত্তে। কুরআনে বর্ণিত নিচের আয়াতগুলো মুমিনের জন্য সতর্ক বাণী হিসেবে বিবেচিত হয়।

- **"আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।" (সূরা আশশুরা, আয়াত: ৪৯)**
- **"আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো ফিতনা বা পরীক্ষার বস্তু। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর নিকট আছে মহা পুরস্কার।" (সূরা আনফাল, আয়াত: ২৮)**
- **"সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের কাছে প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।" (সূরা কাহফ, আয়াত: ৪৬)**
- **"মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালোবাসা নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রুপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর কাছে রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪)**
- **"জেনে রেখ, তোমাদের ধন-সম্পদ আর সন্তান- সন্ততি হচ্ছে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। (এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের জন্য) আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরা আনফাল, আয়াত: ২৮)**
- **"হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর**

স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।" (সূরা তাহরীম, আয়াত: ৬)

- **"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কোন কাজে লাগবে না এবং তারাই আগুনের ইন্ধন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০)**

পবিত্র কুরআনের সুরা লুকমানে মহান আল্লাহ লুকমান হাকিমের তাঁর ছেলের প্রতি উপদেশ সমূহ মুমিনের এক প্রকার আলোকবর্তিকা, নিচে উপদেশ সম্বলিত আয়াতসমুহ উল্লেখ করা হলঃ

- **"হে বৎস! তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা মহা অন্যায় কাজ।" (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩)**
- **"হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় আর তা থাকে পাথরের ভিতরে অথবা আকাশে অথবা যমীনের নীচে, আল্লাহ তাকে এনে হাজির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সব কিছুর খবর রাখেন।" (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৬)**
- **"হে বৎস! তুমি নামায কায়িম কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকারের বশবর্তী হয়ে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না, আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলাফেরা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। চলাফেরায় সংযত ভাব অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। স্বরের মধ্যে নিশ্চয়ই গাধার স্বর সর্বাপেক্ষা শ্রুতিকটু।" (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৭-১৯)**

মুমিনের খাদ্য পরিকল্পনা

মানুষের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা এবং প্রতিদিনের কাজ-কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগানে খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম। শক্তিশালী মুমিন ব্যক্তি তার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, ঘুম, বিশ্রাম ইত্যাদির প্রতি যত্নশীল হয়। সে মনে করে, শারীরিক সুস্থতা ও দৈহিক বল তাকে ইবাদত-বন্দেগী, দ্বীনের কাজ, পাশাপাশি হালাল অর্থ উপার্জন এবং মানব কল্যাণে অবদান রাখতে সাহায্য করবে। দৈহিক শক্তি এবং সুস্থতাকে সে দ্বীন ও দুনিয়ার ভালো কাজে অবদান রাখার মাধ্যম মনে করে।খাদ্য মানুষের আবেগ , চিন্তার স্বচ্ছতা অর্থাৎ মস্তিষ্কের সাধারণ কার্যাবলীর উপর প্রভাব ফেলে যা একজন মুমিনের ইবাদত বন্দেগী থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পবিত্র কুরআনে বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্য সম্মত ও ভারসাম্য পূর্ণ খাবারের তাগিদ দেয়া হয়েছে। নিম্নে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলঃ

- **“হে মু’মিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তুগুলো খেতে থাক এবং আল্লাহর উদ্দেশে শোকর করতে থাক, যদি তোমরা তাঁরই ‘ইবাদত করে থাক।।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭২)**
- **“হে মানব মন্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষন কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬৮)**
- **“যে সমস্ত হালাল ও পবিত্র জীবিকা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলো ভক্ষণ কর, যে আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ তাঁকে ভয় কর।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৮৮)**
- **“হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হতে (যা ইচ্ছা) খাও ও সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আমি সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।” (সূরা আল মু'মিনূন, আয়াত: ৫১)**

- “হে আদাম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর, আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।” (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩১)
- “যে পবিত্র রিযক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে খাও। তাতে সীমালংঘন করো না। তা করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হবে। আর আমার ক্রোধ যার উপর বর্ষিত হয় সে অনিবার্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।” (সূরা তাহা, আয়াত: ৮১)
- “অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর। এর পেট থেকে রং-বেরং এর পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্য। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।” (সূরা আল-নাহল, আয়াত: ৬৯)
- “মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খর্জূর, ঘন উদ্যান, ফল এবং ঘাস, তোমাদেরও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপাকারার্থে।” (সূরা আবাসা, আয়াত: ২৪-৩২)
- “আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মতো, অতঃপর আমি তা জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করে থাকি। অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক।” (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১৮-১৯)
- “আর গবাদি পশুর ভিতরে তোমাদের জন্য আছে অবশ্যই শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। তাদের পেটে যা আছে তাথেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই (দুধ) আর ওতে তোমাদের জন্য আছে বহুবিধ উপকার। তোমরা তাথেকে খাও (গোশত)।” (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ২১)

- **"অতঃপর আমি তার উপর লাউ-কুমড়া জাতীয় লতা-পাতাযুক্ত একটা গাছ বের করে দিলাম।" (সূরা আস সাফফাত, আয়াত: ১৪৬)**
- **"তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন? না আমি বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?" (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৬৮-৭০)**
- **"তিনিই সমুদ্রকে কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন যাতে তোমরা তাথেকে তাজা গোশত খেতে পার, আর তাথেকে তোমরা রত্নরাজি সংগ্রহ করতে পার যা তোমরা অলংকার হিসেবে পরিধান কর। আর নৌযানগুলোকে তোমরা দেখতে পাও ঢেউয়ের বুক চিরে তাতে চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পার আর শোকর আদায় করতে পার।" (সূরা আল-নাহল, আয়াত: ১৪)**

মানুষের খাদ্য পশু এবং উদ্ভিজ্জ খাবারের সংমিশ্রণ। এই উভয় খাবারে মানুষকে হতে হয় ভারসাম্যপূর্ণ। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বহুবার খাদ্যের ভারসাম্যের উপর জোর দেয়া হয়েছে। পুষ্টিবিদরা স্বাস্থ্যকর খাবারের শর্করা, আমিষ, স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাবার, ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানি; এই ছয়টি উপাদান সঠিক এবং পরিমিত অনুপাতে প্রতিদিন খাওয়ার পরামর্শ দেন। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় মোট ক্যালরির প্রায় ৫০% আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে, ৩৫% চর্বি এবং ১৫% প্রোটিন থেকে। খাবার পিরামিড খাবারকে পাঁচ বা ছয়টি গ্রুপে ভাগ করে। কুরআন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রধান খাদ্য তালিকার দিকে নির্দেশ করে এবং সমস্ত খাদ্য তালিকা ব্যবহার করার উপর জোর দেয় যা নিচের ছক থেকে ধারনা পাওয়া যায়:

ক্রমিক নং	খাদ্য	সূরার নাম
১	রুটি এবং শস্য	সূরা আবাসা (আয়াত: ২৫), সূরা আল-আনাম (আয়াত: ১৪১-১৪২)
২	ফল এবং শাকসবজি	সূরা আবাসা (আয়াত: ৩১), সূরা আন-নাহল (আয়াত: ৬৯), সূরা মুমিনুন (আয়াত: ১৯), সূরা আল-ওয়াকিয়াহ (আয়াত: ২০), সূরা সাফফাত (আয়াত: ১৪৭)
৩	খেজুর	সূরা আল-আনআম (আয়াত: ১৪১), সূরা রাদ (আয়াত: ৪), সূরা আন-নাহল (আয়াত: ৬), সূরা শুয়ারা (আয়াত: ১৪৮)
৪	মাংস এবং তাদের প্রকার	সূরা আল-আনআম (আয়াত: ১৪২), সূরা আন-নাহল (আয়াত:৫)
৫	মুরগির মাংস	সূরা আল-ওয়াকিয়াহ (আয়াত: ২১)
৬	মটরশুটি	সূরা আবাসা (আয়াত: ২৭)
৭	মাছ এবং হালাল সামুদ্রিক খাবার	সূরা আন-নাহল (আয়াত: ১৩-১৪), সূরা মায়িদাহ (আয়াত: ৯৬)
৮	দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য	সূরা আন-নাহল (আয়াত: ৬৬), সূরা মুমিনুন (আয়াত: ২১)

মুমিনের প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন, আগুন-পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি ছাড়াও লাখ লাখ মাখলূক। দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি সেগুলিও মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নবাবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্ট। বিশ্বে যত সব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।প্রতিটি জিনিসকে ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়, আবার মন্দ কাজেও ব্যবহার করা যায় নির্ভর করে ব্যবহারকারীর উপর। এছাড়াও আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখতে সারাবিশ্ব পরিভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

- **"বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পরবর্তী সৃষ্টি করবেন।" (সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২০)**
- **"তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।" (সূরা রূম, আয়াত: ৮)**
- **"তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু।" (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত: ২৯)**
- **"নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃজনে ও রাত-দিনের পালাক্রমে আগমন ও প্রস্থানে বহু নিদর্শন আছে ঐসব বুদ্ধিমানের জন্য যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে (এবং তা লক্ষ্য করে বলে ওঠে) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। আপনি অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০-১৯১)**

- **“তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে দেন শিশুরূপে। অতঃপর তোমরা পৌঁছে যাও যৌবনে। অতঃপর বার্ধক্যে। তোমাদের কারু কারু এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও। যাতে তোমরা অনুধাবন কর।” (সূরা গাফির/মুমিন, আয়াত: ৬৭)**

এই আয়াতের মমার্থ উপলব্ধি করে, যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের চর্চা করেন এবং সেই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে ইউরোপ ছিল অজপাড়াগাঁ। আর মুসলিম স্পেন ছিল প্রযুক্তির ব্যবহারে শীর্ষে। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক। যেমন রসায়ন, চিকিৎসা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভাবক ছিলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণই। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির বিন হাইয়ান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-রাযী ও ইবনে সীনা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে আল-ফারগানী, সমাজবিজ্ঞানে ইবনে খালদূন প্রমুখের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকর বা চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব অত্যধিক।

> **“তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সত্য সহকারে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য? কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।” (সূরা রূম, আয়াত: ৮)**

মানুষ যদি আল্লাহর সৃষ্টির এই নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করে তাহ’লে বুঝতে পারবে যে, গোটা বিশ্ব সৃষ্টি এমনিতেই হয়নি। এর পিছনে এক বিরাট উদ্দেশ্য আছে এবং সবকিছুই একটি চরম পরিণতির দিকে যাচ্ছে। একসময় তাকে আল্লাহর সামনে হাযির হয়ে জবাব দিতেই হবে। যা মানুষকে আল্লাহমুখী করে। এজন্যই আল্লাহ কুরআনে ৪৯ বার

'আকল' ও ১৮ বার 'ফিকর' উল্লেখ করেছেন। একজন মুমিন অবসর সময় কাটানোর জন্য টিভি দেখা বা ফেইসবুক চালানো অথবা খেলা দেখা যাই করুক না নিচের তিনটি আয়াত সবসময় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করে।

- **"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" (সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৮)**
- **"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা নূর, আয়াত: ১৯)**
- **"আমি পৃথিবীর সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।" (সূরা কাহফ, আয়াত: ৭)**

যে বৈশিষ্ট্য মুমিনের নয়

কোনো ভালো কাজ বা গুণ অর্জনে পিছিয়ে থাকা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। এটা অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। কারো ক্ষতি করা, কাউকে বিপদে ফেলতে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা, ফাঁকি দেওয়া, ঠকানো, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ধোঁকা দেওয়া, ভালোর সাথে মন্দের মিশ্রণ করা, তাড়াহুড়া করা,গীবত,অন্যের দোষ চর্চা, হিংসা, অহংকার, সুদ, ঘুষ গ্রহণ ইত্যাদি খারাপ আচরণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিন কখনো দোষারোপকারী, অভিশাপদাতা, অশ্লীলভাষী ও গালাগালকারী হয় না। (তিরমিজি, হাদিস: ২০৪৩) এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর কিছু সতর্কতা মূলক আয়াত উল্লেখযোগ্য । যেমন

- **"তুমি কাফিরদের বলে দাও যে আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের আহ্বান করো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলে দাও, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করব না। তাতে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।" (সূরা আনআম, আয়াত: ৫৬)**

- “আল্লাহ স্বীয় রাসুলকে ধমক দিয়ে বলেন, ‘তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার জিম্মাদার হবে?” (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৪৩)
- “তুমি তাদের পাবে পার্থিব জীবনের প্রতি অন্যদের চেয়ে বেশি আসক্ত, এমনকি মুশরিকদের চেয়েও। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যেন সে হাজার বছর বেঁচে থাকে। অথচ এরূপ দীর্ঘ আয়ু তাদের (মৃত্যু বা আখিরাতের) শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। আসলে তারা যা করে, সবই আল্লাহ দেখেন।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ৯৬)
- “দুর্ভোগ তাদের জন্য! যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।” (সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত: ১-৩)
- “তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটিকে ঘৃণাই করো।” (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২)
- “হিংসুক যখন হিংসা করে, তখন তার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।” (সূরা আল-ফালাক, আয়াত:৬।)
- “মানুষ সৃষ্টিগতভাবে তাড়াহুড়াপ্রবণ, অচিরেই আমি তোমাদের আমার নিদর্শনাবলি দেখাব; কাজেই তোমরা তাড়াহুড়া কর না।” (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৭)
- “ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১৭)
- “ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিলো এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে সে

হীনবল করেছিলো; তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করতো এবং নারীগণকে জীবিত থাকতে দিতো। সে তো ছিলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারি।” (সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত:৪)

- “যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিলো এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো।” (সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ১১-১২)
- “যারা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।” (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭)
- “আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।” (সূরা বাকারা, আয়াত:২৭৫)
- “হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩০)
- “তোমরা যে সুদ দাও, যাতে তা মানুষের সম্পদে (যুক্ত হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তো যারা তা দেয় তারাই (নিজেদের সম্পদ) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়।” (সূরা আর রূম, আয়াত:৩৯)
- “তোমরা তোমাদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের সম্পদের কিছু অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকের নিকট পেশ করো না।” (সূরা আল বাকারা, আয়াত:১৮৮)
- “এবং (তাঁরাই মুত্তাকী) যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৪)

- “পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার নিদর্শনাবলি থেকে বিমুখ করে রাখব।” (সূরা আ’রাফ, আয়াত:১৪৬
- “তোমাদের মাবুদ এক মাবুদ। সুতরাং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তরে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে লিপ্ত। স্পষ্ট কথা, তারা যা গোপনে করে তা আল্লাহ্ জানেন এবং যা প্রকাশ্যে করে তাও। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না।” (সূরা নাহল, আয়াত: ২২-২৩)
- “যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কেয়ামতের দিন তুমি তাদের মুখগুলো কালো দেখতে পাবে. অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নামে নয়?” (সূরা যুমার, আয়াত: ৬০)
- “তাদেরকে ‘বলা হবে- জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, তোমাদেরকে চিরকাল এখানে থাকতে হবে। অহংকারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট!” (সূরা যুমার, আয়াত: ৭২)
- “আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।” (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩৭)
- “যারা নিজদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেরে দেন।” (সূরা মুমিন, আয়াত: ৩৫)
- “যারা অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করে আমার আয়াতসমূহ থেকে তাদেরকে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা সকল আয়াত দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সঠিক পথ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না। আর তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তা পথ

হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল।" (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৬)

- "এবং মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে যে নাকি অজ্ঞতাবশতঃ (মানুষকে) আল্লাহর পথ হতে বিপথে চালিত করার জন্য বেহুদা কথা (যেমন- গান-বাজনা, গল্প-গুজব) ক্রয় করে।" (সূরা আস সাজদাহ, আয়াত: ৬)

উপসংহার

মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর বহু আগেই সৃষ্টি করেছেন। সেই থেকে শুরু করলে ক্ষুদ্র এই দুনিয়ার জীবন খুবই তুচ্ছ। একজন মুমিনের কাছে মানুষের জীবনের এই মহাযাত্রার ছোট্ট এই অংশটুকু মোটেও নগণ্য নয় কেননা এ জীবনই আখিরাতের ভাগ্য নির্ধারণ করার একমাত্র পরীক্ষা ক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রের সফলতা নির্ভর করে মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ও তা প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ **"তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা দেন যাকে ইচ্ছে করেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।" (সূরা হাদিদ আয়াতঃ ২১)**

মানুষের প্রথম আবাসস্থল ছিল জান্নাত আর এই জান্নাতের জন্যই একজন মুমিন দুনিয়ার এই জীবনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে। বলা হয়ে থাকে কুরআন হচ্ছে আল্লাহর রশি যা কখনও ছিঁড়বে না, এটার একপ্রান্ত আল্লাহর হাতে আর অন্য প্রান্ত মানুষের ঘরে। যেকেউ এটা শক্ত করে ধরবে, আল্লাহ যখন এ রশিতে টান দিবেন সে সরাসরি আল্লাহর নিকটে (জান্নাতে) চলে যাবে। তাইতো একজন মুমিন আকল খাঁটিয়ে যুক্তি ব্যবহার করে সৃজনশীলভাবে কুরআনের আয়াতসমূহ চিন্তা করে এবং এর বিষয়গুলি অনুসন্ধান করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। কুরআন এবং রাসুল (সঃ) এর বাণী মুমিনের দর্পণ। আমলে সালেহের প্রতিযোগিতায় মুমিন প্রচেষ্টা চালায় নিরন্তর , নিরলস।

রেফারেন্স:

1. তাফসীর ইবনে কাসীর- আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.), হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ (অনুবাদক)
2. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
3. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল: গুরুত্ব ও তাৎপর্য- আব্দুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান
4. তাকওয়া মুমিনের সম্বল- হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রহ., ইমাম ইবনে রজব আল-হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ), আল্লামা ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ (রহ.)
5. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য- মুহাম্মদ আব্দুর রহীম
6. শরীয়তী রাষ্ট্র ব্যবস্থা- ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ
7. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ–ইমাম গাযযালী রহঃ
8. "আল ওয়ালা" ওয়াল "বারা"- বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা—সালেহ আল ফাওজান
9. লা-তাহযান- ড. আয়েয আল কারনী , মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ (অনুবাদক)